***Pratidhwani the Echo***
*A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science*
***ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)***
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
*Volume-IV, Issue-II, October 2015, Page No. 17-19*
*Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India*
*Website: http://www.thecho.in*

# রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রেমের স্বরূপ ও বৈচিত্র্য

**ড. তপন রায়**
*Ex-Post Doctorate Fellow, ICSSR, New Delhi, India*
**দেবলীনা নাথ**
*M. Phil Student, Department of Folklore, University of Kalyani, India*

***Abstract***

*Rabindranath Tagore was a pioneer person's in Bengali short story. He expressed love, happy sorrow, distress, emotion, insignificant fact of daily rural life. Love played an important role on his short stories. He sketched different icons and expressions of love. He tried to express different angle of love like, solitariness of love, silent of love, love of nature, love of unsuccessful, unbelief on love etc. According to him love is without end but it is back again and again. He was always enlightening platonic love not to support in sex. In this paper I have explored on some important features of love according to Tagore's short stories.*

***Key Wards: Rabindranath Tagore, Short story, Love.***

রাবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের প্রথম সার্থক রূপকার। তাঁর সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে ছোটগল্প রচনার প্রতি একটি অন্য রকম আকর্ষণ ছিল। তার করণ তিনি শিলাইদহে জমিদারি পরিদর্শনে গিয়ে রোমান্টিক ধ্যানের জগত থেকে সরাসরি নেমে এলেন জীবনের তুচ্ছ, প্রাত্যহিক, ছোট ছোট সুখদুঃখের সংস্পর্শে। কাব্যের বৃহৎ দার্শনিক বোধের জগত থেকে গ্রাম জীবনের ক্ষুদ্র, তুচ্ছ পরিসরে এসেই খুঁজে পেলেন ছোটগল্পের উপযোগী বিষয় ও আনন্দ বেদনাকে।[১] তবে তিনি গ্রাম জীবনের হাসি কান্না ভরা খণ্ড খণ্ড দৃশ্যের মধ্যে থেকে প্রেমকে বাদ দিতে পারেননি। তিনি ছোটগল্পে প্রেমকে নানা রঙে, নানা রূপে, নানা ভঙ্গিমায়, বিচিত্র আবেদনে, বৈচিত্র্যময় প্রকাশভঙ্গিতে, অমলিন মর্মবেদনায়, কখন ক্ষণিক প্রাপ্তির মহিমায় সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। তিনি প্রেমের না পাওয়ার মধ্যেও চিরকালের প্রশান্তি খুঁজে পেয়েছেন। আবার কখনও প্রেমের পরিপূর্ণতার মধ্যে একাকী নিস্তরঙ্গতাকে অনুভব করেছেন। এ প্রেমে কোন ফ্রয়েডীয় প্রেমানুভূতি নেই, কেবল আছে এক ঐশ্বরিক অনুভূতি। প্রেমে আবেগ থাকলেও তবে তা শরীরের মিলনে নয়, আত্মার বন্ধনে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা প্রেমের এইসব বিচিত্র রূপের সন্ধান পাবো।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার অন্যতম করণ তৎকালীন সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন সময়িক পত্র। হিতবাদী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের যথার্থ সূচনা ঘটে। এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের মোট সাতটি গল্প প্রকাশিত হয়—যার মধ্যে পোষ্টমাস্টার অন্যতম। ছোটগল্প সমালোচকরা পোষ্টমাস্টার ছোটগল্পকে এই পর্বের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প বলে চিহ্নিত করেছেন। পোষ্টমাস্টার গল্পটি রবীন্দ্রনাথের একটি ব্যর্থ প্রেমের কাহিনি। রতনের বয়ঃসন্ধি লগ্নের আলো আঁধারির হৃদয়নাভূতি এখানে প্রকাশ পেয়েছে।সমগ্র গল্পটিতে রতনের ভালোবাসা এক অসম্ভবের উপর দাঁড়িয়ে ছিল। গল্পের শেষ পর্যায়ে রতন সেই অসম্ভব প্রেমকে সত্যি বলে স্বীকার করে নেয়। 'সে কি করে হবে'— এই সংলাপটি তার প্রেমের ক্ষীণ আলোকে একেবারে নিভিয়ে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন— "পোষ্টমাস্টারের জীবনে রতনের প্রেম এসেছিল প্রেমের মতই, বসন্তের ফুলকে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা যেমন বৈশাখের দীর্ঘশ্বাসে হারিয়ে যায়— এই গল্পের পরিনামও তাই। প্রকৃতির উদ্দাম বিষন্নতার মধ্যেই ছোট জীবনটুকুর সমাপ্তি ঘটেছে।"[২] রবীন্দ্রনাথ রতনকে বয়ঃসন্ধিলগ্নের নারীর হৃদয়ে প্রেম

বেদনা বিধুর এক মূর্তি হিসাবে নির্মাণ করেছেন— সে যৌবনেই যোগিনী। অনেকে আবার রতন ও পোষ্টমাস্টারের অনুরাগ আশ্রিত সম্পর্ককে প্রকৃতি প্রেমের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

'হিতবাদী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের জয়যাত্রা শুরু হলেও পরবর্তী সময়ে 'সাধনা-ভারতী' পর্বে ছোটগল্প অধিক শিল্পসুষমা মণ্ডিত হয়ে ওঠে। এই পর্বের ছোটগল্পগুলিতে প্রেমের গভীরতর রূপ প্রকাশিত হয়েছে। এই পর্বের উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পগুলি হল একরাত্রি, সুভা, সমাপ্তি, মেঘ ও রৌদ্র, দৃষ্টিদান, নষ্টনীড় ইত্যাদি। এই গল্পগুলিতে প্রেমের মূর্ছনা একে আন্যের থেকে স্বতন্ত্র। কোথাও রয়েছে প্রেমের ব্যর্থতা, আবার কোথাও প্রেমের মৌনতা, কোথাওবা প্রেমের উপর অবিশ্বাসের কালিমা। অর্থাৎ প্রতিটি গল্পেই প্রেমের বিচিত্ররূপ ফুটে উঠেছে।'একরাত্রি' গল্পটি একটি নিটোল প্রেমের গল্প। যার অন্তরাত্মার মধ্যে রয়েছে প্রেমের গ্লানির মধ্যে প্রাপ্তির পূর্ণতা।গল্পের কথক একদিন স্বাদেশিকতার উত্তেজনায় তারই বাল্যসখী সুরবালার প্রেমকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। যে সুরবালা একদিন তারই হতে পারত। কিন্তু স্বপ্নভঙ্গের পরে সে বুঝতে পারে ঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত না নিতে পারার করণে হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগানো ছাড়া আর কোন উপাই নেই। তবে এই প্রেম যে একমুখিন ছিল তা নয়, করণ গল্পের শেষে দেখা যায় এক বর্ষণমুখর রাত্রে জলময় নির্জন প্রান্তরে দুটি মানব-মানবী একটি জায়গায় নিরবে দাঁড়িয়ে আছে।প্রকৃতির কোলে এই হঠাৎ দেখা এবং ক্ষণিক মিলন যেন চিরন্তন ও পরম হয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণের জন্য হলেও প্রেমের এক কাব্যিক মহিমা এখানে প্রকাশ পেয়েছে। লৌকিক জীবনে সুরবালা কথকের কেউ নন, কিন্তু একটি মাত্র রাত্রিতে ক্ষণিকের জন্য শুধু তারই হয়ে উঠেছে। এখানে প্রেমের প্রকৃত রূপ প্রকাশ না পেলেও বিরহের মধ্যে এই প্রেম চিরন্তন ও শাশ্বত হয়ে উঠেছে।

'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের আর একটি অনবদ্য সামাজিক প্রেমের গল্প 'সুভা'। এখানকার প্রেম উজ্জ্বল রঙে রঞ্জিত নয়, বরং আনেকটাই মৃদু ও নিষ্কম্প। গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র সুভাষিণী এক জন্মবোধির কিশোরী। যার প্রাণের সখ্যতা প্রকৃতি এবং চণ্ডীপুর গ্রামের গোঁসাইদের ছেলে প্রতাপের সাথে। কিন্তু সমাজিক প্রথা মেনে সুভার বিবাহ হয় পশ্চিমে চাকুরিজীবি এক যুবকের সাথে। তবে সুভার অন্তরাত্মায় থেকে যায় প্রতাপের স্মৃতি, যে প্রতাপ তার মধ্যে আন্দোলিত করেছিল যৌবনের রহস্য। স্বামীর ভালোবাসা পেলে হয়ত সুভার প্রতাপের প্রতি প্রেমের স্মৃতি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেত, কিন্তু সে সৌভাগ্য তার হয়নি। চির নিরব অসীম অব্যক্ত ক্রন্দনের মাধ্যমে তার প্রেমের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

'সাধনা' পর্বে রবীন্দ্রনাথের আর একটি প্রেমের গল্প হল 'মেঘ ও রৌদ্র'। এই গল্পে শশিভূষণ ও গিরিবালার হৃদয়ানুভব অঙ্কিত হয়েছে এক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। গিরিবালার শৈশব চপলতার মধ্যে শশিভূষণ প্রেমের আনন্দ অনুভব করেছে। তবে তাদের প্রেম মেঘ ও রৌদ্রের খেলার মতন, আলো আঁধারির মতন। রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক বিরূপতার করণে তাদের প্রেম কখনোই প্রকাশ পায়নি। একে অপরকে প্রেমের বাঁধনে বাধার অবকাশ থাকলেও পরিবেশ পরিস্থিতির করণে আব্যক্ত থেকে গেছে। তবে স্বর্গীয় প্রেম কখনও নিভে যায় না, মুছে যাই না।তাই ঘন কালো মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের আভার মত ক্ষণেক্ষণে তাদের প্রেম প্রকাশিত হয়েছে। ইহলৌকিক জীবনে কেউ কারোর হতে না পারলেও নিঃসঙ্গ, নিঃসহায় জীবনে দুজন দুজনার মুখোমুখি হতে পেরেছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক বাঁধা অতিক্রম করে শশিভূষণ ও গিরিবালা যখন মিলিত হয়েছে তখন গিরিবালার জীবনে অনেককিছু ঘটে গেছে। যদিও তাদের এই মিলনের সুর করুণ, তবুও দুজন তাতে শান্তি পেয়েছে।

সাজাতপুরে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথের লেখা আর একটি প্রেমের ছোটগল্প হল 'সমাপ্তি'। এই গল্পের অন্তপুরে রয়েছে বাংলাদেশের প্রকৃতি মগ্নতার একটি প্রতিচ্ছবি। মানুষের জীবনে প্রেম কখন কিভাবে আসে তা সত্যিই বোঝা কঠিন। শুধু তাই নয় প্রেমের জোয়ারে অবগাহন করলে মানুষের প্রকৃতির যে কতটা পরিবর্তন ঘটে যায় তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সুভা গল্পের অপূর্বকৃষ্ণ ও মৃন্ময়ী চরিত্র। অপূর্ব কলকাতার পড়াশুনো করা শিক্ষিত যুবক, যার জীবনের লক্ষ্য ওকালতি করা। অন্যদিকে মৃন্ময়ী গ্রামের এক অশিক্ষিত প্রাণোচ্ছল কিশোরী। অর্থাৎ স্বভাব ও প্রকৃতিতে দুজনা একেবারে আলাদা। অপূর্ব পৃথিবীর বহু চোখ মুখের মধ্যে মৃন্ময়ীর এমন স্বচ্ছতা দেখেছে যা থেকে নিজেকে দূরে সরাতে পারেনি। কিন্তু গ্রাম্য চপলা চঞ্চলা কিশোরী মৃন্ময়ীর কাছে প্রেম-বিবাহ-স্বামী ছিল একেবারে অভাবনীয় বিষয়। তাই স্বামী অপূর্বর নিবিড় বাহুবন্ধন তার কাছে হয়ে উঠেছে লৌহ শিকলেরর মতন। প্রথমে মৃন্ময়ী অপূর্বকে একেবারে ভালোবাসতে পারেনি, কিন্তু অপুর্ব যখন ব্যর্থ প্রেমের বিরহ কাটাতে কলকাতায় চলে এসেছে তখন মৃন্ময়ীর মধ্যে জেগে উঠেছে অপূর্বের প্রতি গভীর অনুরাগ। একদিন যে আলিঙ্গনকে মৃন্ময়ী ঘৃনায় সরিয়ে দিয়েছে সেই বাহুপাশের বন্ধনে স্বেচ্ছায় ধরা দেওয়ার জন্য তার ঘন পল্লবিত চোখে জমেছে পুঞ্জীভূত

বারিরাশি। ইহজীবনে সাতপাকের বন্ধনে দুজনা ধরা পড়লেও, প্রেমের বন্ধনে ধরা পড়তে তাদের অনেক মান-অভিমানের গণ্ডী পেরতে হয়েছে। তাইতো অপূর্ব সবসময় মৃন্ময়ীকে কাছে পেয়েও প্রেমের স্বাদ পরিপূর্ণ করতে পারেনি। এখানে লেখক চাহিদার অপূর্ণতাকে প্রেম হিসাবে চিত্রিত করেছেন।

একেবারে ভিন্ন স্বাদের একটি প্রেমের গল্প হল 'দৃষ্টিদান'। ভারতী পত্রিকায় এই গল্পটি প্রকাশিত হয়। এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ প্রেমের এক অন্য মহিমা তুলে ধরেছেন। প্রেমের ঔর্দায্য রূপটি এখানে প্রকাশিত হয়েছে। স্বামীর আনাড়ি হাতের চিকিৎসার করণে স্ত্রী কুমুদিনীর চোখের আলো নিভে যায়। এ সত্ত্বেও স্বামীর প্রতি তার কোন ক্ষোভ বা অভিমান তৈরি হয়নি, বরং সে মনে করেছে— সে নিতান্তই তার স্বামীর সম্পত্তি তাই তার প্রতি যেকোন ধরনের নিয়ম সিদ্ধ করার পূর্ণ অধিকার তার স্বামীর আছে। কিন্তু কুমুদিনীর সন্তানহীনতা এই সামাজ শেখানো প্রেমের স্ফটিক খণ্ডে ফাটল ধরায়। সন্তানহীনতার আভিশাপ তার দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তিকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। কুমুদিনী স্বামীর প্রতি দূর্বল হৃদয়নুভূতি কারণে হেমাঙ্গিনীর প্রবেশকেই মেনে নিয়েছে। অবিনাশ সামাজিক চাপে দ্বিতীয় বিবাহে রাজি হলেও কুমুদিনীর প্রতি তার ভালোবাসা ফল্গুধারার মত প্রবাহিত ছিল। সেই করণে সে দ্বিতীয়বার বিবাহের আগে সে কমনা করেছে তার প্রাণবায়ু যেন নির্গত হয়। কুমুদিনীর প্রতি অবিনাশের অব্যক্ত নিরুচ্চার প্রেম শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়।এই গল্পের মধ্যে প্রেমের যে সংজ্ঞা পাই তা হল— মানব জীবনে প্রেম কাঙ্খিত ও কাম্য হলেও নিত্য দিনের ব্যস্ততার মাঝে পড়ে এই পরম কাঙ্খিত প্রেম কোথাও যেন হারিয়ে যায়, কিন্তু সংকটের মুহূর্তে সেই হারান প্রেমই আবার ফিরে আসে নতুনত্বের স্বাদ নিয়ে—যেমনটি কুমুদিনীর জীবনে ঘটেছিল।

'নষ্টনীড়' রবীন্দ্রনাথের আর একটি অনবদ্য প্রেম কাহিনি। এখানে প্রেমের মধ্যে রয়েছে নারী মনস্তত্ত্বের এক গভীর সংকট। স্বামীর উদাসীনতার কারণে বালিকা বধু চারুর মনোজগতে প্রেম সম্পর্কে এক জটিল দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কিছুটা ইগোর প্রভাবে চারুর ভালোবাসার বাঁধন আলগা হয়ে যায়। প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণে চারু ছুটে যায় অমলের কাছে। এই প্রেম অবৈধ প্রেম। কিন্তু অমলের পিছুটান চারুকে আবার ফিরিয়ে আনে সেই নিঃসঙ্গতার জীবনে। অমলের বিদায় চরুর প্রেমের দীপ শিখাকে নিভিয়ে দিয়েছে। চারুর এই ব্যর্থ প্রেম তাকে সারা জীবন নিঃসঙ্গ করে রেখেছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ প্রেমকে আবেগের তাড়নার ফল হিসাবে তুলে ধরেছেন।

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের একটি প্রেমের গল্প হল 'রবিবার'। এখানে প্রেম মানুষের প্রকৃতিকে পরিবর্তন করেছে। গল্পে বিভার প্রেমস্পর্শে নাস্তিক অভীকের অন্তরাত্মায় প্রেম ও ঈশ্বর এক হয়ে গেছে। বিভার প্রতি অভীকের প্রেম হল প্রাপ্তির মধ্যে অপ্রাপপ্তির প্রতি দুর্বিবার আকর্ষণ।নারী শক্তির এক প্রবল আকর্ষণে আভীক বিভার প্রেম আকৃষ্ট হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রেমের প্রধান লক্ষ্য হল— ভালোবাসো, প্রেমে বলি হও কিন্তু কামনার রঙে রঞ্জিত করোনা। অর্থাৎ ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ প্রেমকে এক বিশেষ মার্গে নিয়ে গেছেন যা ঐশি ভাবের নামান্তর। তিনি ছোটগল্পের নায়ক-নায়িকাদের প্রেমকে আর পাঁচটা সধারণ মানব-মানবীর প্রেমের মতন করে তুলে ধরলেও প্রেমের সম্ভোগকে অন্য পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। তাই তার নায়ক-নায়িকারা একে অপরকে কাছে পেয়েও না পাওয়ার বেদনা ও নিঃসঙ্গতা অনুভব করেছে।তবে তারা কেউই প্রেমকে কলঙ্কিত করেনি, নিঃস্তব্দতার মধ্য দিয়ে তাদের ব্যর্থ প্রেমকে চাপা দিয়েছে।

**তথ্যসূত্র**

১. চক্রবর্তী ইন্দ্রাণী, বাংলা ছোট গল্প রীতি-প্রকরণ ও নিবিড় পাঠ, কলকাতা, রত্নাবলী, ১৯৯৯, পৃ-৩৫।
২. সিংহ মীনাক্ষী, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, হীরেন চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণগোপাল (সম্পাঃ), সহিত্য প্রবন্ধ প্রবন্ধ সাহিত্য, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৯, পৃ-৭৫৯।